ত্রিধারা

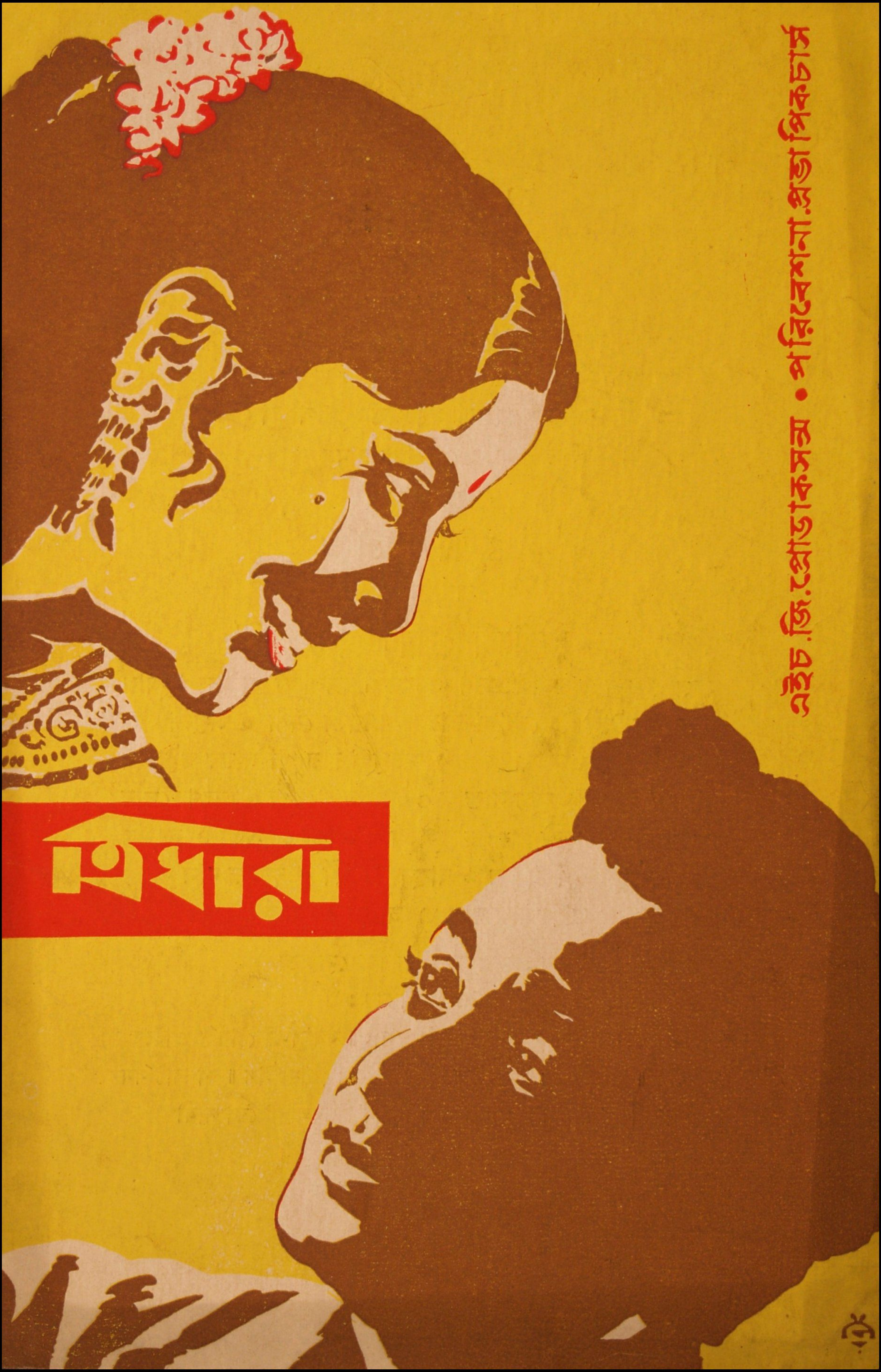

এইচ.জি.প্রোডাকসন্স • পরিবেশনা.প্রভা পিকচার্স

HC PRODUCTIONS

ত্রিধারা

প্রযোজনা : হরিকৃষ্ণ জেলোকা
সহযোগী প্রযোজক : গোপীকৃষ্ণ জেলোকা
কাহিনী ও চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
পরিচালনা :

সুধীর মুখার্জী

রূপায়নে :

সুলতা চৌধুরী বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী

জহর গাঙ্গুলী ● অসিতবরণ ● কালী ব্যানার্জী ● তরুণকুমার
অজিত চ্যাটার্জী ● রেণুকা রায় ● ভারতী দেবী ● অনুভা গুপ্ত
অনুরাধা গুহ ● আশা দেবী ● অন্নপূর্ণা রায় ● বিধায়ক ভট্টাচার্য
জীবেন বোস ● অমূল্য সান্যাল ● শৈলেন গাঙ্গুলী ● লাবণ্য ঘোষ
সত্যেন রায় চৌধুরী ● শক্তি মুখার্জী ● প্রফুল্ল চক্রবর্তী ● নিরঞ্জন
চৌধুরী ● শিবু দত্ত ● বাসু ব্যানার্জী ● কুমার দাস
ডাঃ বলাই দাস ও আরো অনেকে

সর্বাধ্যক্ষ : মানিকলাল মোহতা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
হসপিটাল অ্যাপলায়েন্স ম্যানুফ্যাকচারিং কোং ॥ কমলালয় ষ্টোর্স (প্রাইভেট)
লিমিটেড ॥ গ্রন্থজগৎ ॥ ন্যু ইয়র্ক ॥ বি ও এ সি ॥ কোয়াণ্টাস ॥ কাথবার্টসন
হার্পার (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ ॥ নিওন টিউবলাইট কোম্পানী

পরিবেশনা :
প্রভা পিকচার্স
৬২, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

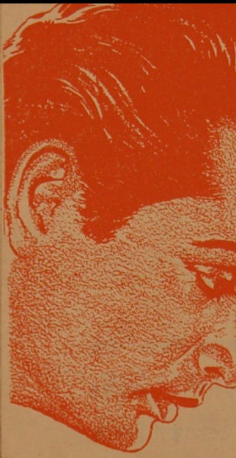

কাহিনী

কলকাতার মস্ত ব্যবসায়ী ধনী সাহা পরিবারের তিন কর্তা অধরচন্দ্র, অধীরচন্দ্র ও অভয়চন্দ্রের ঐশ্বর্যের গর্বই আছে—রুচির গৌরব বলতে নেই। কনিষ্ঠ অভয়চন্দ্র ছাড়া বাকি দুভাই বিদ্যার দিক থেকেও যেমন আকাট মূর্খ, তেমনি গোঁয়ার। ও-বাড়ির একটি দুর্বল কেন্দ্র হচ্ছে কেয়া। প্রতিবেশী, এমন কি বাড়ির ভৃত্য পরিচারিকারাও জানে না কেয়া আসলে কার মেয়ে। কেয়া তিনজনকেই বাপি বলে ডাকে—সে হয়তো নিজেও জানেনা কে তার বাবা, আর বাড়ির তিন মায়ের কে তার আসল মা। বড় বাপি, মেজ বাপি আর ছোট বাপি এবং বড়মা, মেজমা ও ছোটমার নয়নমনি কেয়ার কোন ইচ্ছার এতটুকু বিরোধ কেউ করে না। উপরন্তু কেয়ার শাসনে সবাই তটস্থ।

পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কেয়ার মন-দেয়া-নেয়ার খেলা চলছিল তার প্রাইভেট টিউটর প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে। ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নে ওরা মশগুল। একদিন তিন ভাইয়ের দৃষ্টিতে পড়ল ওদের এই অন্তরঙ্গতা। ফলে সাহাবাড়ি থেকে প্রেমাঙ্কুরকে আস্তানা গুটাতে হলো। নিজের মনোভাব গোপন করে কেয়া সর্বতোভাবে প্রেমাঙ্কুরকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। সবার অলক্ষ্যে রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রেমাঙ্কুর আসে সাহা-বাড়ির লাইব্রেরিতে বসে পড়া-শুনা করতে। কিন্তু একদিন সে ধরা পড়লো তিন কর্তার কাছে।

তবে প্রেমাঙ্কুর রেহাই পেল এই চুক্তিপত্রে সই করে যে বিলাতে গিয়ে তার উচ্চশিক্ষাভিলাষ পূরণ করার পর ফিরে এসে কেয়াকে বিয়ে করবে। প্রেমাঙ্কুর আর কেয়ার কামনাও তো ছিল তাই। সাহাদেরই টাকায় প্রেমাঙ্কুর বিলাত রওনা হলো।

একদিন কলেজ থেকে ফিরতে গাড়ি থেকে বাড়ির সামনে নামতে পা পিছলে কেয়া পড়ে গিয়ে আঘাত পেল। ওদের বাড়ির ঠিক সামনের ডিসপেন্সারির মালিক ডাঃ কুণ্ডু ছুটে এসে কেয়াকে ধরে বাড়ি পৌঁছে দেয় এবং তারই চিকিৎসায় কেয়া একদিন ভালও হয়ে ওঠে। ফিয়ের বদলে ডাঃ কুণ্ডু কেয়ার একখানি ফটো এনে ডিস্‌পেন্সারির টেবিলে রাখলে। এবং সেই থেকে তার পসার বৃদ্ধি পেতে ডাঃ কুণ্ডুর ধারণা হল কেয়ার পয়মন্তেই তার ভাগ্য ফিরছে।

একদিন কাগজ পড়তে পড়তে অভয়চন্দ্র জানতে পারলে মিস ফ্রেজার নামক এক তরুণীকে হত্যার অপরাধে প্রেমাঙ্কুর অভিযুক্ত হয় এবং তাকে ওদেশ থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হয়েছে। তিন গৃহিণীর কাছে এ-ব্যাপারটা চাপতে গিয়ে তিন কর্তার নাকালের একশেষ।

কলকাতায় ফিরে প্রেমাঙ্কুর সমস্ত ব্যাপারটা কেয়াকে জানালে। কেয়া নিশ্চিন্ত হলো প্রেমাঙ্কুর নির্দোষ জেনে। কিন্তু তিন বাপি আর তিন মা অতো সহজে প্রেমাঙ্কুরের নির্দোষিতা মেনে নেবার পাত্র-পাত্রী নন। এই নিয়ে কর্তায়-কর্তাতে, গৃহিনী-কর্তাতে এমন বিরোধ দেখা দিল যে সাহা পরিবারটাই শেষ পর্যন্ত গৃহিনী শূন্য হয়ে গেল। কেয়ার আর্থিক সহায়তায় প্রেমাঙ্কুরের কোন রকমে দিন কাটে।

প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে কেয়ার অন্তরঙ্গতা ডাঃ কুণ্ডুর মনঃপূত নয়। বোধহয় কেয়াকে লাভ করার স্বপ্ন দেখে সে। কয়েকটি ঘটনায় প্রেমাঙ্কুরেরও মনে কেয়ার প্রেমনিষ্ঠা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। ইতিমধ্যে বড় ভাই অধরচন্দ্র অসুখে পড়ায় তার চিকিৎসা সূত্রে ডাঃ কুণ্ডু এ-পরিবারের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ডাঃ কুণ্ডু জানতে পারে প্রেমাঙ্কুর একদা এবাড়ির গৃহশিক্ষক ছিল এবং বর্তমানে আর্থিক সঙ্কটে পড়ায় কেয়া তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করে। প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে কেয়ার দেখা হয় না অথচ বাড়ি ভাড়া বাকি পড়তে গোপনে কেয়া সেই দেনা মিটিয়ে দেয়। প্রেমাঙ্কুর এতে বড় ক্ষুব্ধ হলো।

ইতিমধ্যে অসুখে পড়লো মেজভাই অধীরচন্দ্র। কেয়া গেল তার মেজমা'কে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু ব্যর্থ হলো। এতদিনে কেয়া বুঝলো সবায়ের উপরে তার অধিকার সমান ভাবে খাটে না।

চিঠিতে ক্ষমা ভিক্ষার পরও হঠাৎ একদিন পানোন্মত্ত অবস্থায় তিন ভাইয়ের একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল প্রেমাঙ্কুর। তার সম্পর্কে সবায়ের সব ধারণা ও বিশ্বাস নিমেষে ওলোটপালট হয়ে গেল।

এতদিনে বুঝি ডাঃ কুণ্ডুর পথ পরিষ্কার হলো! তবে তার আগে প্রেমাঙ্কুরের নামে চুক্তিভঙ্গের মামলা তো রুজু করতে হয়! কিন্তু প্রেমাঙ্কুরের সই করা সেই দলিল? কোথায় গেল সেটা? এখন তাহলে উপায়??

গান

১

চোখে মুখে দুষ্টুমি
বড় ভাল লাগে
রাগে রাঙা মুখখানি
বড় ভাল লাগে
ভ্রমর ভ্রমর চোখ দুটিতে
স্বপ্ন কত জাগে ॥
তুমি আছ ব'লে—
রঙ ঝরে ঐ প্রজাপতির পাখাতে
তুমি আছ ব'লে—
ভালোই লাগে একটু কাছে থাকাতে
তোমার লাজুক লাজুক কথায়
আমায় ভরাও অনুরাগে
থাক্ থাক্—
কি হোলো—?
মন ভোলানো কথায় মিছেই
ভরাও অনুরাগে
তুমি আমার ওগো
তাই মধুর মধুর হাওয়ায়
বাঁশী বাজে
আমি তোমার ওগো
তাই ফুলে ফুলে এই যে
তিথি সাজে
ওগো তুমি আমার এত আপন
জানিনি তো আগে।

২

কত কী যে আমি লিখিতে চাই
লিখিতে পারিনা কেন যে জানিনা
আমার কোন ভাষা নাই।
ভাবি আমি কিছু হয়ত লিখিব
এখনি
আখরে কালির আঁচড় আঁকেনা লেখনী
জানিনা তো কেন প্রতিক্ষণে যেন
বড় একা একা লাগে যে
কত কথা মনে জাগে যে
শূন্য এ পাতা ভরে না তো
কোনো রেখাতে
বিরহ আমার দেয় না তো ধরা লেখাতে
শুধু আমি ব্যাথা পাই।

৩

কেন আমি বল বোঝাতে পারিনা
আমার মনে কি যে বেদনা
কত আশা নিয়ে চাই মুখপানে
বলনাতো তবু কেঁদনা

তোমারই যে অবহেলা পেয়েছি
তবু আমি তোমারেই চেয়েছি
কেন শুধু বল হাত দুটি ধরে
থাকো ব'সে কভু সেধনা।

ফুলে যদি চাই মন রাঙাতে
কেন ভরে যায় কাঁটারি
সে আঘাতে
বল কেন শুধু মালার বাঁধনে
ভুল করে মন বেঁধনা।

৪

তোমার পথ চেয়ে চেয়ে কাটবে আমার দিন
আমি দেখবো তুমি কেমন করে থাকো উদাসীন।
মিছেই কাগজেরই রঙীন ফুলে
মধু খোঁজা মনের ভুলে
আমার আশার নদী হবেই যদি
মরুতে হোক্ লীন।

আমি দেখবো তুমি কেমন করে থাকো উদাসীন।

ভুল বুঝে কেউ না পায় আমার পরিচয়
জানি আলতা রাঙা সাদা গোলাপ রক্ত গোলাপ নয়
দিলাম নিজের কাছেই ফাঁকি
তবু কিছু আছে বাকি
জানি একটি বাঁধন আনবে তোমায়
সে যে আমার ঋণ ॥

সংগঠনে ঃ

আলোক চিত্রগ্রহণ ঃ **বিভূতী চক্রবর্ত্তী**
শব্দগ্রহণ ঃ **সৌমেন চ্যাটার্জী**
শিল্পনির্দেশনা ঃ **সত্যেন রায় চৌধুরী**
প্রধান সম্পাদক ঃ **বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়**
সম্পাদনা ঃ **রবীন সেন**
কর্মসচিব ঃ **সুখেন চক্রবর্ত্তী**
সাজসজ্জা ঃ **সরযূলাল**

রূপসজ্জা ঃ **নিতাই সরকার**
পাঁচু দাস
পটশিল্প ঃ **কবি দাশগুপ্ত**
প্রচার পরিচালনা ঃ **পঙ্কজ দত্ত**
স্থিরচিত্র ঃ **এডনা লরেঞ্জ**
ব্যবস্থাপনা ঃ **অসিত বোস**
পরিচয়লিপি অঙ্কন ঃ **শ্রীশ**

আবহ সংগীত ও শব্দপুনর্যোজনা ঃ **সত্যেন চ্যাটার্জী**
(আর সি এ ডি লাক্স ষ্টিরিওফোনিক শব্দযন্ত্রে গৃহীত)
কণ্ঠসঙ্গীতে ঃ **হেমন্তকুমার ও সন্ধ্যা মুখার্জী**
আবহ সঙ্গীত ঃ **সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা**

সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনা ঃ
প্রধান সহকারি ঃ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
উজ্জল ব্যানার্জী, সরিৎ ব্যানার্জী
গৌর দত্ত
সঙ্গীতে ঃ সমরেশ রায়, নিখিল চ্যাটার্জী
শিল্পনির্দেশনায় ঃ সুবোধ দাস, ছেদিলাল
শর্মা, বর্জু মহান্ত
পটশিল্পে ঃ প্রবোধ, পঞ্চানন, হরিপদ,
চেমাধর

আলোকচিত্র ঃ তরুণ গুপ্ত, সুখেন্দু দাশগুপ্ত
অম্লু চৌধুরী
আলোক সম্পাতে ঃ প্রভাস ভট্টাচার্য,
ভবরঞ্জন দাস, অনিল, সুবাস
শব্দগ্রহণে ঃ বলরাম বারুই, অনিল দাশগুপ্ত
বাবাজী, বিষ্ণু
ব্যবস্থাপনায় ঃ শঙ্কর দাস ও বিজয় দাস

টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর. সি. শব্দযন্ত্রে গৃহীত
কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জী ও গৌরীনাথ মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে লেবার ম্যানেজমেণ্ট
কাউন্সিল পরিচালিত বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরিজ-এ পরিস্ফুটিত

১৫৭-এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট ঃ কলি ঃ ১৩ ন্যাশন্যাল আর্ট প্রেস কর্ত্তৃক মুদ্রাঙ্কিত।

নতুন দিনের
নতুন মানুষের
নতুন চিন্তাধারা

এইচ·জি·প্রোডাকসন্সের

নতুন তীর্থ

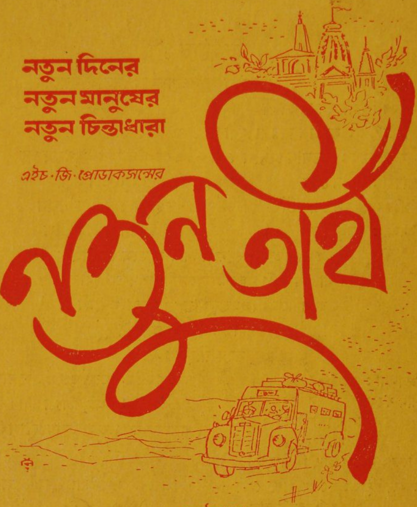

শ্রেষ্ঠাংশে

উত্তমকুমার · সুলতা

পরিচালনা· সুধীর মুখার্জী

কাহিনী· বিধায়ক ভট্টাচার্য

সঙ্গীত· হেমন্ত মুখার্জী

পরিবেশনা· প্রভা পিকচার্স